দৈনিক খবর

তারিখ 09.AUG.1988 … …
পৃষ্ঠা… … … 1 কলাম … 2 …

084

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীর সম্বর্ধনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান গত রোববার উপাচার্য ভবন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর উপাদানকল্প কলেজসমূহে অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিবিদগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, হলের প্রাধ্যক্ষ/ প্রাধ্যক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পিএলও'র রাষ্ট্রদূত, শ্রীলংকার ভারপ্রাপ্ত হাই কমিশনার,

৭-এর পাতায় দেখুন

জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটিঃ অনাবাসিক ঘোষণা করার দাবী

।। জাঃ বিঃ সংবাদদাতা ।।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়বে অনাবাসিক ঘোষণার দাবী জানিবে গতকাল (সোমবার) বিশ্ববিদ্যালয়ের ২(জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতি প্রদা করেছেন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত ৪৫০ জন বা ততোধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির দাবী জানিয়েছেন।

জাঃ বিঃ শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানের তুলনায় বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব। বিশেষতঃ কলা/মানবিক অনুষদ ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে এ সুযোগ রয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়টির আবাসিক চরিত্রের জন্যই এটি করা সম্ভব হচ্ছে না।

শিক্ষকবৃন্দ বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই। কিন্তু আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় অস্বাভাবিক। তাঁরা বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাপিছু বাৎসরিক ব্যয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে ১৪ হাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ হাজার সেখানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাথাপিছু বাৎসরিক ব্যয় ৩৪ হাজার।

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

জাহাঙ্গীরনগর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারা বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ আবাসিক স্টেটাস যেহেতু ইতিমধ্যেই লংঘিত হয়েছে, সেহেতু এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আইনসম্মত ও স্থায়ী অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হোক।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন প্রফেসর মেসবাহ উদ্দিন আহমদ, প্রফেসর আজিজুল হক, ডঃ নূরুল ইসলাম, জনাব শামসুল হক প্রমুখ।

'ওয়াক আউট' অভিনন্দিত

এদিকে পৃথক এক যুক্ত বিবৃতিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ জন শিক্ষক গত ২০শে জুলাই সিন্ডিকেট সভা থেকে নির্বাচিত ৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধির 'ওয়াক আউট'কে যথার্থ আখ্যায়িত করে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম তথা শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, স্কলারশীপ বন্টন, শিক্ষা ছুটি প্রদান, আর্থিক কর্মকান্ড প্রভৃতিতে যে অনিয়ম ও দুর্নীতি এ যাবৎ অব্যাহতভাবে চলে আসছিলো, সিন্ডিকেট সভা থেকে ৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধির 'ওয়াক আউট' তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বহিঃপ্রকাশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেপাল ও চীনা দূতাবাসের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন বক্তা এখানে অধ্যয়নরত বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতেও বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সদিচ্ছা ও সমঝোতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়তা দান অব্যাহত রাখবে। এছাড়া উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা, শহীদুল্লাহ হলের প্রাধ্যক্ষ এম আমিনুল ইসলাম, শামসুন্নাহার হলের প্রাধ্যক্ষা অধ্যাপিকা আনোয়ারা খাতুন, আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের ওয়ার্ডেন ডঃ নূরুল মোমেন, ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেন প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন যে, বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা এদেশ থেকে এমন কিছু নিয়ে যাবেন যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও তাদের দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। ফিলিস্তিন, ইরান, নাইজিরিয়া ও নেপালের ছাত্র প্রতিনিধিবৃন্দও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাদের সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

উপাচার্য তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বিভিন্ন দেশের ছাত্র-ছাত্রী ও কূটনীতিবিদদের তাদের উপস্থিতি ও পারস্পরিক মত বিনিময়ের সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা করেন যে, বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্ররা ভবিষ্যতে তাদের কর্মজীবনে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হবেন এবং এভাবে তারা দু'দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা পালন করবেন।

উল্লেখ্য; নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, প্যালেস্টাইন, ইরান, মরিশাস, চীন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, জাম্বিয়া ও সুদানের মোট ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আছেন।

পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ের ১৯৮৬ সালের ডিপ্লোমা পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশতঃ পূর্ব ঘোষিত তারিখের পরিবর্তে আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ ইং তারিখ হতে অনুষ্ঠিত হবে। পরিবর্তিত বিস্তারিত সময়সূচী পরে ঘোষণা করা হবে।